Bhoyer Mukosh ebong...
by
Harinarayan Chattopadhyay

No part of this work can be reproduced in any form without
the written permission of the copyright holder and the publisher

© তপতী দেবী

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : নারায়ণ দেবনাথ
প্রচ্ছদ রূপায়ণ সহায়তা : কামিল দাস

কৃতজ্ঞতা
নারায়ণ দেবনাথ, দেব সাহিত্য কুটীর

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯০৫১০১১৬৪৩/৯৮৩১০৫৮০৪০
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

সূচিপত্র

ভয়ের মুখোস
৭

কবন্ধ বিগ্রহের কাহিনী
৯৫

রক্ত দেউল
২১৫

চায়ের দোকানের সামনে একটা বেঞ্চ পাতা ছিল। তার ওপর দুজনে একেবারে পাশাপাশি। দীপু আর তপু। দীপক আর তপেন।

দুজনে একই বাড়ির ছেলে। গলির একেবারে কোণে যে লাল রঙের বাড়ি, তারই একতলার ভাড়াটে। খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই। প্রায় একবয়সি। খুব হিসাব করে দেখলে জানা যায় দীপু তপুর চেয়ে মাস দুয়েকের বড়ো।

পাড়ার হিন্দুনিকেতনে দুজনে আট ক্লাসে পড়ে। পড়ে মানে বইখাতা হাতে করে স্কুলে যায় ওই পর্যন্ত, ক্লাসে বেশিক্ষণ থাকে না। বেরিয়ে পড়ে। তারপর সারাটা দুপুর টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়।

এখন লোকের বাগান বিশেষ নেই। গাছপালা কেটে কারখানা চালু হচ্ছে। কাজেই পরের বাগানের ফলপাকুড় চুরি করার সুবিধা নেই। খাল বিলে মাছ ধরার সুযোগও কম।

দুজনে শহরতলির পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও সাধুর ভেলকিবাজি দেখে, কোথাও বানরনাচ, আবার কোনো কোনোদিন বইখাতা মাথায় পার্কে টানা ঘুম লাগায়।

এর জন্য বাড়িতে যে লাঞ্ছনা জোটে না, এমন নয়।

তপেনের বাপ নেই। অনেকদিন মারা গেছে। দীপুর বাবাই অভিভাবক।

কারণ বুঝতে পারল। সারা মুখে কাদা, তখনও জামা প্যান্ট কিছু ভিজে। কিম্ভূতকিমাকায় দুটি মূর্তি।

তপু বলল, 'এবার। এবার কী করবি?'

দীপু উঠে দাঁড়াল।

'চল এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। খিদেয় পেটের নাড়িভুঁড়ি পাক দিচ্ছে। অন্ধকার দেখছি চোখে।'

কবন্ধ বিগ্রহের কাহিনী

পরীক্ষা শেষ। এতদিনের দুশ্চিন্তার অবসান।

পরীক্ষার হল থেকে কুমুদ বাড়ি ফিরল যেন হাওয়ায় ভেসে। কাল থেকে আর রাত থাকতে উঠে বইখাতার ওপর ঝুঁকে পড়তে হবে না। তারপর কোনোরকমে স্নান-খাওয়া সেরে আবার পড়তে বসা। বিকালে ঘণ্টা খানেকের ছুটি। ওই সময়টা কুমুদ পার্কে একটু বেড়িয়ে আসে। সন্ধ্যার একটু পরেই খেয়ে নিয়ে আবার গভীর রাত পর্যন্ত অধ্যয়ন।

বিছানায় শুলেই কি নিস্তার ছিল? চোখের পাতা বন্ধ করলেই প্রশ্নপত্রগুলো ভয়াবহ মূর্তিতে সঙীন খাড়া করে এসে দাঁড়াত। ইংরাজি, ইতিহাস আর জ্যামিতি— এই তিনটেতেই কুমুদের একটু ভয় ছিল।

পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কেমন একটা ভীতি কুমুদকে আচ্ছন্ন করে রাখত। কাপড়ে ফুটে থাকা চোরকাঁটার মতন।

এইসব দুশ্চিন্তা থেকে এবার মুক্তি।

পরীক্ষার ফল বের হতে অনেক দেরি। কবে যে ঠিক বের হবে, একথা কেউ বলতে পারে না। এমনকী যাঁরা পরীক্ষা পরিচালনা করছেন, তাঁরাও নয়।

বাড়ি ফিরে কুমুদকে দরজা ঠেলতে হল না। দরজা খোলাই ছিল। কুমুদের

তারপরই গাছপালার ফাঁক দিয়ে একটা জিপ আসতে দেখা গেল। ফগ-লাইটের উজ্জ্বল আলো। জিপের ওপর দুজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। দুজনের হাতেই বন্দুক।

একটু দূরে জিপটা থেমে গেল।

লোহার আলমারিটা খোলবার আগে রাজনারায়ণ ঘরের দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিলেন। বাইরের কোনো লোক দেখতে না পায়। ঘরের মধ্যে শুধু দুজন লোক। রাজনারায়ণ আর তাঁর স্ত্রী মহামায়া।

পৈতায় বাঁধা চাবিটা দিয়ে রাজনারায়ণ আলমারি খুললেন, তারপর ছোটো একটা ড্রয়ার খুলে মাঝারি সাইজের ক্যাশবাক্স বের করলেন।

মহামায়ার দিকে ফিরে বললেন, 'এসো, এগিয়ে এসো। নায়েব দুপুরবেলা কলকাতা থেকে সব নিয়ে এসেছে। তুমি ঘুমাচ্ছিলে বলে তোমাকে তখন আর ডাকিনি। আলমারির ভিতর তুলে রেখেছি।'

মহামায়া এগিয়ে এসে আলমারির সামনে পা মুড়ে বসল।

রাজনারায়ণ এক এক করে ক্যাশবাক্স থেকে নামিয়ে সিল্কের কাপড়ের ওপর রাখলেন।

সীতাহার, রতনচূড়, মান্তাশা, কঙ্কণ, হাঙরমুখো অনন্ত, চন্দ্রহার, কান, সিঁথিমৌর, তোড়া। ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় গহনাগুলো ঝকঝক করে উঠল।

মহামায়া খুব খুশি।

'পশুপতি সেকরার হাতের কাজ ভারি চমৎকার। সোনা তো নয় যেন আগুন! কী ঝকঝকে পালিশ! আমার তো মনে হয় সূর্যকান্তবাবুরা গহনা দেখে খুবই আনন্দ পাবে।'

তার যাবার পথের দু-পাশে ডাকাতরা সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের দুটি হাত বুকের ওপর জোড় করা।

তারা তাদের সামনে যেতেই তারা নমস্কার করল। আস্তে আস্তে বলল, 'সন্তানদের আশীর্বাদ করো মা।'

কুটিরে ফিরে তারা মাসিকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে এরা দলে নিতে চায় কেন বলো তো? আমি কি পুরুষমানুষ? এদের মতন রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি কি ডাকাতি করতে পারি?'

পুরুতমশাই তোমায় দেখেই বলেছেন, 'তোমার দেবীবংশে জন্ম। তুমি যে দলে থাকবে, যাদের সহায় হবে, তাদের কখনো বিনাশ হবে না।'